ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৫৩৬
আগরতলা, ১২ জানুয়ারী, ২০১৮।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে যুব সমাজের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ছাত্র সমাজ ও যুব সমাজকে রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, ১২৫-১৩০ বছর আগে স্বামীজী বলেছিলেন, সৎ হও, নিষ্ঠাবান হও, অন্যের ক্ষতি করো না, সত্যের সন্ধান করো, সর্বোপরি মানুষকে ভালোবাসো। যা আজও প্রাসঙ্গিক। তাই এই দুই মনীষীর জীবন ও কর্মধারা ছাত্র সমাজকে অনুসরণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার আজ সকালে আগরতলার বিবেক উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় যুব দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও বিবেক জ্যোতি প্রজ্জ্বলন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, স্বামীজী বলেছেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। অন্যের উপর নির্ভরশীলতা নয়, এটা দুর্বলতা। সব কিছুকে জয় করতে পারো, এটা মনে রেখো। তুমি মুচির, চন্ডালের, ব্রাহ্মণের সন্তান কিনা তা বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য তোমার কর্ম। তোমার ভিতর সমস্ত শক্তি লুক্কায়িত আছে, এটা প্রস্ফুটিত করো। মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড়দের যেমন শ্রদ্ধা করবে তেমনি নিজেদের প্রতিও বিশ্বাস রাখবে। তিনি বলেন, স্বামীজী সংস্কৃত ও আরবীতে পন্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতে তিনি দেশের দার্শনিক, গবেষকদের উদার কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনারা যদি দেশের অগণিত অসহায়, নিরক্ষর, নিপীড়িত, বুভুক্ষুদের কথা মনে রাখেন, ভাবেন তবেই দেশ আপনাদের ভারত হিতৈষী বলবে। তিনি বলেছেন, 'ধর্ম, ধর্ম, ধর্ম'-- কিসের ধর্ম। তুমি যদি মানুষের ক্ষুধা দূর করতে না পারো তাহলে কিসের ধর্ম। মানুষের মধ্যেই ভগবান বিরাজমান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুঃখের বিষয় আজও দেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহার, অর্ধাহার ও বঞ্চনার শিকার। তাই এই বৃহৎ অংশের জন্য রাষ্ট্রকে তার নীতি পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেন, বিবেকানন্দ একটা কথা সর্বদা বলতেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করো। ব্যবসা-বাণিজ্য করো, ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হও, সংসার করো। কিন্তু সৎ হও, মানুষকে ভালোবাসো। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মায়েদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছেলে-মেয়েদের শুধু নম্বরের পেছনে দৌড়াবেন না। তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করুন। এ কাজটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনও প্রসারিত করতে পারে। তবেই এই অনুষ্ঠান সার্থক হবে। রামকৃষ্ণ, সারদা ও স্বামীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী

সরকার সোসাইটি অব ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক স্বেচ্ছা রক্তদানের ক্যালেন্ডারেরও প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, আজ সারা পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। তিনি মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক এবং বাণী হিসেবে স্বীকৃত। সমাজ সংস্কারে মাত্র ১০ জন সন্ন্যাসীকে নিয়ে তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন তা আজ পৃথিবী ব্যাপৃত। তাঁর আদর্শ ও উপদেশ যত গ্রহণ করা হবে ততই দেশ উপকৃত হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে আজ ধর্মের নামে, বর্ণের নামে ও আধ্যাত্মিকতার নামে যা চলছে তাতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সবাইকে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমান প্রজন্ম স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করলে দেশ উপকৃত হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা বলেন, রামকৃষ্ণ বলেছেন, তোমার ভেতর চৈতন্যের উদয় হোক। তাকে আরও জাগরিত করতে স্বামী বিবেকানন্দ দেশ-বিদেশের সর্বত্র ধর্মের কথা প্রচার করেছেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের (আগরতলা) সম্পাদক স্বামী হিতকামানন্দজী মহারাজ ছাত্র সমাজকে চরিত্রবান ও নিত্য শরীর চর্চা করার পরামর্শ দেন। স্বাগত ভাষণ দেন বিবেক উদ্যান সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদক জ্যোতিলাল চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিবেক পতাকা উত্তোলন করেন মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা। ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করে। এছাড়া, আয়োজিত হয় আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও যোগাসন। পুলিশ ব্যান্ডে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ।

সংস্থার পক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থদের মধ্যে ৩০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। ভোরে এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। রামকৃষ্ণ মিশন (আগরতলা) ও বিবেকানন্দ সুরক্ষা সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শ্রুতিগীতানন্দজী মহারাজ।

*****